ProjonmoPlus Limited

ProjonmoPlus Agro

বিনিয়োগ করুন এখনই

সমন্বিত কৃষি খামার ও এগ্রো রিসোর্টে বিনিয়োগ ও মালিকানা এখন একসাথেই!

৭০ বিঘার উপর সমন্বিত কৃষি ও রিসোর্ট প্রজেক্ট

সমন্বিত কৃষি ও রিসোর্ট থেকে হালাল আয়

RJSC নিবন্ধিত কোম্পানীর মালিকানা

এন্টিবায়টিক মুক্ত খাবার ও প্রোটিনের চাহিদা

দু'টি কথা

আমরা কি আসলেই নিরাপদ?

আজ আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বহুজাতিক কর্পোরেট হাউজের ব্যবসার কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। বৈশ্বিক এজেন্ডা আর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আমাদের সুষম ও নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস আজ মারাত্মক হুমকির মুখে।

ভয়াবহ বাস্তবতা: আমাদের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় বিষাক্ত কেমিক্যাল আর অ্যান্টিবায়োটিকের ছড়াছড়ি।

পরামুখিতা: আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা আজ অন্যের তৈরি কৃত্রিম পণ্যের ওপর নির্ভরশীল।

কর্পোরেট ফাঁদ: আমরা কর্পোরেট হাউজের তৈরি অস্বাস্থ্যকর খাবার খাচ্ছি, আর অসুস্থ হয়ে তাদেরই তৈরি বড় বড় হাসপাতালে গিয়ে জীবনের সব সম্বল শেষ করে আসছি।

এই চক্র ভাঙার সময় এখনই!

এই জিম্মিদশা ও নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হতে এবং আগামীদিনের নিরাপদ খাদ্য সংকট মোকাবিলায় প্রজন্মপ্লাস এগ্রো রিসোর্ট নিয়ে এসেছে এক অনন্য ও অগ্রণী উদ্যোগ। আমরা শুধু একটি রিসোর্ট বানাচ্ছি না, আমরা তৈরি করছি একটি নিরাপদ ভবিষ্যতের আন্দোলন। আমরা চাই, এই দূরদর্শী উদ্যোগে আপনিও আমাদের অংশীদার হোন। আমরা একসাথে নিরাপদ খাদ্য সংকট মোকাবিলা করবো।

নিজের জন্য এবং আগামী প্রজন্মের জন্য।

ওমর ফারুক
প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
প্রজন্মপ্লাস লিমিটেড ও প্রজন্মপ্লাস এগ্রো রিসোর্ট

অনার্স–মাস্টার্স: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এল এল বি: ঢাকা ল' কলেজ

এক নজরে প্রজেক্ট ওভারভিউ

প্রজন্মপ্লাস এগ্রো রিসোর্ট কী?

আজকের দিনে গুলশান বা বনানীতে একটি সুউচ্চ অট্টালিকার মালিক হওয়ার চেয়েও, একটি সুপরিকল্পিত এগ্রো রিসোর্টের অংশীদার হওয়া অনেক বেশি আভিজাত্য এবং দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে।
চারপাশের তীব্র দূষণ, অনিরাপদ খাদ্যের ভয়াল ঝুঁকি এবং যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তিকর কোলাহল থেকে মুক্তি পেতে প্রজন্মপ্লাস লিমিটেড নড়াইলে গড়ে তুলছে প্রায় ৭০ বিঘা জমির এক সুবিশাল নিরাপদ স্বর্গরাজ্য: প্রজন্মপ্লাস এগ্রো রিসোর্ট।

মাটির শিকড়ে আধুনিক নিরাপদ জীবন

আমাদের জীবনের আসল শিকড় জড়িয়ে আছে মাটির সাথে। প্রকৃতিকে অবহেলা করে আমরা কখনোই দীর্ঘমেয়াদে ভালো থাকতে পারবো না। ব্যস্ত নাগরিক জীবনের কারণে হয়তো আপনার একার পক্ষে কৃষি কাজ করা বা খামার পরিচালনা করা অসম্ভব; কিন্তু সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা গড়ে তুলতে পারি আমাদের নিজস্ব এক টেকসই প্রকল্প।

এটি হবে আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য সম্পূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক ও কেমিক্যালমুক্ত একটি নিরাপদ খাদ্য ভাণ্ডার, যা সরাসরি অবদান রাখবে আপনার দৈনন্দিন সুস্থতায়। আর যখনই মন চাইবে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পেতে, সপরিবারে ঘুরে আসবেন আপনার নিজের মালিকানাধীন প্রজন্মপ্লাস এগ্রো রিসোর্টে।

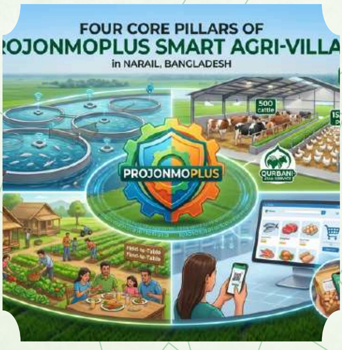

আমাদের মিশন

নিরাপদ খাদ্য ও অর্গানিক কৃষি বিপ্লব

১০০% অ্যান্টিবায়োটিক-মুক্ত ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা। আইওটি এবং কিউআর ট্রেসেবিলিটির মাধ্যমে প্রতিটি পণ্যের বিশুদ্ধতা যাচাইযোগ্য করা।

কৃষি রিসোর্ট ও পর্যটন

১০ বিঘা জমির ওপর প্রিমিয়াম ইকো-কটেজ ও 'ফার্ম-টু-টেবিল' রেষ্টুরেন্ট নির্মাণের মাধ্যমে আধুনিক পর্যটন ও গ্রামীণ জীবনের মেলবন্ধন ঘটানো।

এগ্রিকালচারাল ইন্টার্ণশীপ

একটি আন্তর্জাতিক মানের কৃষি ইন্টার্ণশীপ সেন্টারের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের আধুনিক স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা।

সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসংস্থান

সরাসরি ১০০ জনের বেশি মানুষের স্থায়ী কর্মসংস্থান তৈরি এবং পরোক্ষভাবে ২৫০ টির বেশি স্থানীয় পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা। একইসাথে ১০ হাজার পরিবারের নিরাপদ খাদ্যের যোগান দেয়া।

মালিক ও অংশীদার হওয়ার অনন্য সুযোগ

প্রজন্মপ্লাস এগ্রো–রিসোর্ট: শরীয়াহ ভিত্তিক আধুনিক বিনিয়োগ মডেল

বাস্তব সম্পত্তিতে মালিকানা

আপনি কেবল কাগজের শেয়ারের মালিক নন; আজীবনের মালিকানায় বিনিয়োগ করলে প্রকল্পের একটি নির্দিষ্ট অংশের জমি আপনার নামে সাফ কবলা রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া হবে।

বাস্তব উৎপাদন থেকে আয়

আপনার লভ্যাংশ আসে মৎস্য, পশুপালন, এগ্রো রিসোর্ট এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের প্রকৃত আয় থেকে; কোনো কাল্পনিক স্কিম থেকে নয়।

সুদমুক্ত কাঠামো

আমরা সুদ এড়াতে কোনো ব্যাংক ঋণ (**Bank Loan**) নিবো না; বরং ব্যাংককে যে সুদ দিতে হতো, সেই টাকা বিনিয়োগকারীদের মাঝে লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করা হবে।

স্বচ্ছতা ও অডিট

আমাদের সমস্ত আর্থিক হিসাব ৩য় পক্ষের **CA** (**Chartered Accountant**) ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষিত হয় এবং বার্ষিক প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়।

আপনি কেন আমাদের অংশীদার হবেন?

একটি বিনিয়োগ, যা আপনার অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়কেই সুরক্ষিত করবে:

নিষ্কণ্টক জমির স্থায়ী মালিকানা

বিনিয়োগের সাথে সাথেই আপনার নামে প্রজেক্টের নির্দিষ্ট অংশ জমি সাফ-কবলা রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া হবে। ফলে আপনার সম্পদ থাকবে শতভাগ নিরাপদ।

আজীবন হালাল মুনাফা

কোনো সুদী ব্যবস্থা ছাড়া, প্রকল্পের বাস্তব আয় (অর্গানিক ফার্ম ও রিসোর্ট) থেকে প্রতি বছর নিশ্চিত ও শরীয়াহ-সম্মত লভ্যাংশ পাবেন।

বছরে ফ্রি অবকাশ যাপন

যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি দূর করতে সপরিবারে বছরে নির্দিষ্ট দিন আমাদের ইকো-রিসোর্টে সম্পূর্ণ ফ্রিতে থাকার সুবর্ণ সুযোগ।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে ভ্রমণের আনন্দ

নড়াইলের মনোরম গ্রামীণ পরিবেশে নিজস্ব লেক, বাগান ও খামারে ঘুরে বেড়ানোর স্থায়ী ঠিকানা।

দ্রুত বর্ধনশীল সম্পদ (Asset Appreciation)

সময়ের সাথে সাথে প্রজেক্টের জমির ভ্যালু ও রিসোর্টের শেয়ারের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

সহজ রি-সেল (Re-sell) সুবিধা

আপনি চাইলে যেকোনো সময় আকর্ষণীয় লাভে আপনার এই শেয়ার ও মালিকানা কোম্পানির মাধ্যমে পুনর্বিক্রয় করতে পারবেন।

শতভাগ নিরাপদ ও অর্গানিক খাদ্য

আমাদের নিজস্ব খামারে উৎপাদিত বিষমুক্ত, অ্যান্টিবায়োটিকমুক্ত মাছ, মাংস, ডেইরি পণ্য এবং টাটকা শাক-সবজি সরাসরি নিজের পরিবারের জন্য সংগ্রহ করার বিশেষ সুবিধা।

প্রজেক্টের মূল ভিত্তিস্তম্ভ

স্মার্ট অ্যাকুয়া	স্মার্ট লাইভস্টক	ইকো-ট্যুরিজম	এগ্রি-টেক মার্কেট	জিরো ওয়েস্ট মডেল

স্মার্ট এগ্রি-টেক ও জিরো-ওয়েস্ট মডেল

আইওটি (IoT) ফার্ম মনিটর: পুকুর এবং গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রিয়েল-টাইম সেন্সর মনিটরিং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

হাইড্রোপনিক ফডার: মাটি ছাড়াই ঘাস চাষের এই আধুনিক পদ্ধতিতে পশুখাদ্যের খরচ প্রায় ৩৫% সাশ্রয় হয়।

বিএসএফ (BSF) লার্ভা সিস্টেম: ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই লার্ভা ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য থেকে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ পশুখাদ্য তৈরি করা হয়।

সোলার গ্রিড ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট: নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের শক্তি খরচ ৬০% পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব।

কিউআর (QR) ট্রেসেবিলিটি: গ্রাহকরা পণ্যের কিউআর কোড স্ক্যান করে উৎপাদন থেকে সরবরাহ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ইতিহাস দেখতে পারেন, যা পণ্যের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে।

স্মার্ট গ্রিনহাউস: তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত এবং ড্রিপ ইরিগেশন সমৃদ্ধ এই ব্যবস্থায় অসময়েও বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করা যায়।

সার্কুলার ইকোনমি - জিরো ওয়েস্ট মডেল

আমরা খামারের বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করার একটি চক্রাকার পদ্ধতি অনুসরণ করি:

প্রক্রিয়া: প্রাণিজ বর্জ্য → বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট → বিদ্যুৎ ও গ্যাস → ভার্মিকম্পোস্ট → অর্গানিক ফার্মিং।

ফলাফল: এই মডেলের ফলে প্রকল্পের পরিচালনা ব্যয়ে ৩০-৪০% পর্যন্ত সাশ্রয় নিশ্চিত হয়।

সমন্বিত কৃষি খামার

আধুনিক প্রযুক্তি ও নিরাপদ উৎপাদনের সমন্বয়

প্রজন্মপ্লাস এগ্রো রিসোর্ট নড়াইলের বালিয়াডাঙ্গায় ৬০ বিঘা জমিতে গড়ে তুলছে একটি অত্যাধুনিক ইনোভেশন টেক এগ্রি–জোন । এখানে প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও ফসল উৎপাদন হবে একটি সমন্বিত ও প্রযুক্তি–নির্ভর ব্যবস্থাপনায়, যা শতভাগ অ্যান্টিবায়োটিক–মুক্ত এবং অর্গানিক পদ্ধতি নিশ্চিত করে।

খামারের প্রধান বিভাগসমূহ

স্মার্ট লাইভস্টক

গবাদি পশু, উন্নত জাতের দুম্বা এবং হাঁস–মুরগির জন্য নির্ধারিত আধুনিক জোন।

স্মার্ট মৎস্য চাষ

আধুনিক পুকুরে মিশ্র মাছ ও পাশাপাশি 'বটম ক্লিন ড্রাম' প্রযুক্তিতে বিরল প্রজাতির মাছ চাষ।

শস্য ভূমি

বিষমুক্ত সবজি ও পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত এলাকা।

ফল ও ফুলের বাগান

পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন উন্নত জাতের ফল ও ফুলের বাগান করা হবে।

সমন্বিত কৃষি খামার

আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন

- পলি-নেট হাউস (Greenhouse): আধুনিক গ্রিনহাউস পদ্ধতিতে বিষমুক্ত সবজি ও ফল উৎপাদন করা হয়।
- বটম-ক্লিন ড্রাম পদ্ধতি: আধুনিক এই পদ্ধতিতে পুকুরের তলদেশ পরিষ্কার রেখে উচ্চ মূল্যের মাছ চাষ নিশ্চিত করা হয়।
- অংশীদার সুবিধা: আমাদের অংশীদারগণ সারা বছর খামারে উৎপাদিত তাজা ও নিরাপদ পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে সরাসরি ঘরে বসেই সংগ্রহের সুযোগ পাবেন।

আয়ের উৎস ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

এই প্রকল্পের মূল আয়ের উৎস হলো খামারে উৎপাদিত বিষমুক্ত গবাদি পশু, মৎস্য, দুগ্ধজাত পণ্য এবং ফ্রী রেঞ্জ হাঁস মুরগী বাজারজাতকরণ। আমাদের লক্ষ্য কেবল স্থানীয় বাজার নয়, বরং উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখা।

প্রধান আয়ের উৎসগুলো

১. লাইভস্টক (গবাদি পশু ও পাখি): বৈজ্ঞানিক উপায়ে লালিত-পালিত গরু, ছাগল, দুম্বা ও হাঁস-মুরগি বিক্রয়।

২. কুরবানি সার্ভিস: ঢাকা ও নড়াইলের গ্রাহকদের জন্য আধুনিক ও ঝামেলাহীন লাইভ-কুরবানি ও ফুল-প্রসেসিং সেবা।

৩. ডেইরি ও পোল্ট্রি প্রোডাক্টস: প্রজেক্ট থেকে উৎপাদিত খাঁটি দুধ, ডিম, ঘি, দই ও মাখন সরবরাহ।

৪. প্রাকৃতিক মৎস্য চাষ: দেশি এবং বিলুপ্তপ্রায় সুস্বাদু মাছের পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়।

৫. অর্গানিক শাকসবজি ও শস্য: বিষমুক্ত বারোমাসি সবজি, আলু, পেঁয়াজ, রসুন ও ধান-গম বিক্রয়।

৬. ফল ফলাদি: আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কলাসহ বিশাল ফলের বাগান থেকে মৌসুমী আয়।

৭. ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম: নিজস্ব ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমাদের উৎপাদিত সব নিরাপদ খাদ্য সরাসরি গ্রাহকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে বড় অঙ্কের রাজস্ব তৈরি।

৮. ফিড প্রসেসিং: প্রজেক্টের নিজস্ব পশুখাদ্য তৈরির পাশাপাশি উদ্বৃত্ত ফিড বাণিজ্যিক বাজারে বিক্রয়।

৯. বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট: উৎপাদিত বায়োগ্যাস নিজস্ব জ্বালানি চাহিদা মিটিয়ে বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ।

১০. অর্গানিক কম্পোস্ট সার: জিরো-ওয়েস্ট মডেলের অংশ হিসেবে উৎপাদিত প্রিমিয়াম জৈব সার ও কেঁচো সার (Vermicompost) বাজারজাতকরণ।

এগ্রো রিসোর্ট

প্রকৃতি ও আধুনিকতার মেলবন্ধন

প্রজন্মপ্লাস এগ্রো রিসোর্ট প্রকল্পের অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ হলো এর আন্তর্জাতিক মানের এগ্রো রিসোর্ট, যা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে এক নতুন অধ্যায় যোগ করবে। এটি প্রকৃতি, কৃষি এবং বিনোদনের এক অপূর্ব সমন্বয়, যেখানে দর্শনার্থীরা গ্রামীণ জীবনের স্বাদ ও আধুনিক আরাম-আয়েশ একসাথে উপভোগ করতে পারবেন।

রিসোর্টের প্রধান আকর্ষণসমূহ

প্রিমিয়াম ইকো কটেজ

প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্মিত নান্দনিক কটেজ যা আপনাকে দেবে প্রশান্তির ছোঁয়া।

ফার্ম-টু-টেবিল রেষ্টুরেন্ট

খামারের বিষমুক্ত ও টাটকা উপাদান দিয়ে তৈরি সুস্বাদু খাবার সরাসরি উপভোগের সুযোগ।

প্লে-গ্রাউন্ড ও গেমিং জোন

শিশুদের বিনোদনের জন্য রয়েছে সুরক্ষিত খেলার মাঠ এবং আধুনিক গেমিং জোন।

ইন্টার্নশিপ সেন্টার

কৃষি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্র।

এগ্রো রিসোর্ট

আয়ের উৎস ও সম্ভাবনা

- **বাজার সম্ভাবনা:** বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ পর্যটন খাতের বিশাল বাজার (৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি) এবং এগ্রো-ট্যুরিজমে বার্ষিক ১৫% প্রবৃদ্ধি এই প্রকল্পকে অত্যন্ত লাভজনক করে তুলবে।
- **স্থায়ী আর্থিক প্রবাহ:** দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আগমন, রিসোর্ট ভাড়া, রেষ্টুরেন্ট এবং বিভিন্ন ইভেন্ট বা কনফারেন্স আয়োজনের মাধ্যমে এটি একটি নিয়মিত আয়ের ধারা নিশ্চিত করবে।

প্রধান আয়ের উৎসগুলো

১. **রিসোর্ট ও কটেজ বুকিং:** আধুনিক কটেজ ভিলা ও রিসোর্ট স্টে থেকে নিয়মিত আয়।
২. **ট্যুরিজম ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট:** কনফারেন্স, ফ্যামিলি ডে-আউট, এবং প্রাতিষ্ঠানিক ইভেন্ট আয়োজন।

💰 ১২+ উৎস থেকে নিশ্চিত আয়: আমাদের রেভেনিউ মডেল

প্রজন্মপ্লাস এগ্রো রিসোর্ট কোনো একক আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়।
রিসোর্ট এবং সমন্বিত কৃষির আধুনিক সমন্বয়ে আমরা ১২টিরও বেশি খাত থেকে বাৎসরিক রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি।
এই বহুমুখী আয়ের উৎস আমাদের প্রজেক্টকে করছে একটি নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্র।

টেকসই কৃষির জন্য আমাদের আয়োজন

প্রজন্মপ্লাস এগ্রো রিসোর্টের জিরো-ওয়েস্ট সার্কুলার ইকোনমি মডেল আমাদের প্রকল্পের একটি শক্তিশালী দিক। বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করে আমরা উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনছি এবং একই সাথে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করছি।

আমাদের এই সম্মিলিত উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো—প্রকল্পের পরিচালনা ব্যয় সর্বোচ্চ পরিমাণে কমিয়ে আনা এবং পরিবেশ রক্ষা করে মানুষের জন্য সম্পূর্ণ বিষমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা।

জিরো ওয়েস্ট মডেল

আমরা প্রতিদিনের প্রায় ১০ টন খামারের বর্জ্যকে কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস ও অন্যান্য ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদে রূপান্তরিত করছি, যাতে কোনো কিছুই অপচয় না হয়।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

খামারের প্রাণিজ বর্জ্য ব্যবহার করে আমরা বায়োগ্যাস উৎপাদন করছি, যা রান্নার কাজে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে আমাদের জ্বালানি খরচ সাশ্রয় করছে।

কম্পোস্ট সার

আমরা গোবর থেকে ভার্মিকম্পোস্ট ও ট্রাইকোকম্পোস্ট তৈরি করছি, যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং স্থানীয় কৃষকদের জন্য মানসম্মত জৈব সার হিসেবে কাজ করে।

সোলার এনার্জি

খামারে স্থাপিত সোলার প্যানেল আমাদের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাচ্ছে, যা খরচ কমানোর পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব জ্বালানি নিশ্চিত করছে।

প্রাকৃতিক ফিড মিল

আমাদের নিজস্ব ফিড মিলে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে পশুখাদ্য তৈরির মাধ্যমে আমরা উৎপাদন খরচ সাশ্রয় করছি এবং গবাদি পশু ও হাঁস–মুরগির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও শতভাগ বিষমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করছি।

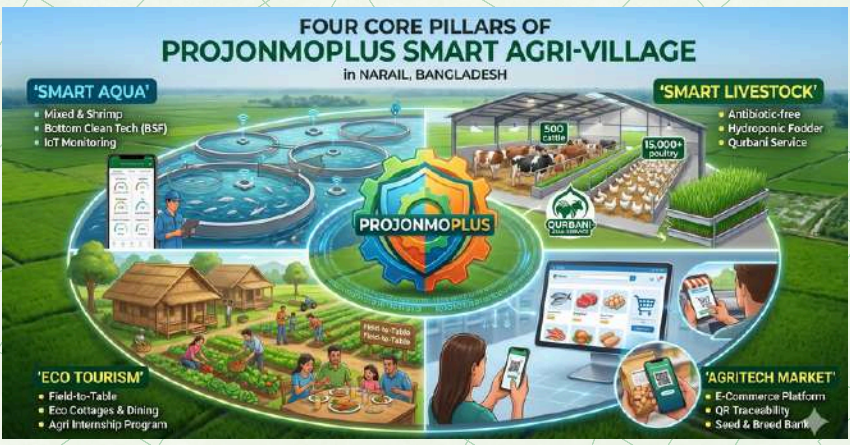

কেন আমাদের প্রজেক্ট নড়াইলে?

আমাদের প্রজন্মপ্লাস এগ্রো রিসোর্টের জন্য নড়াইলকে বেছে নেওয়ার পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও কৌশলগত কারণ। নড়াইল কেবল আমাদের প্রকল্পের স্থান নয়, এটি একটি প্রাকৃতিক আশীর্বাদপুষ্ট জনপদ।

ঢাকার সন্নিকটে

ঢাকা থেকে মাত্র ২ ঘণ্টার যাতায়াত দূরত্বে অবস্থিত হওয়ায় শহরের ব্যস্ততা থেকে মুক্তি পেতে এবং শহরের সাথে দ্রুত পণ্য সরবরাহের সংযোগ বজায় রাখতে নড়াইল অনন্য।

দুই নদীর মোহনায় প্রকৃতি

চিত্রা এবং মধুমতি নদীর তীরে আমাদের এই প্রকল্প। নদীর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের রিসোর্টের সৌন্দর্য ও প্রশান্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

বন্যা ও দুর্যোগমুক্ত উচ্চভূমি

আমাদের প্রকল্পের জায়গাটি ভৌগোলিকভাবে উঁচু এবং বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিহীন, যা কৃষি ও পশুপালনের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ ও টেকসই।

উর্বর ও বৈচিত্র্যময় মাটি

নড়াইলের মাটি অত্যন্ত উর্বর, যা আমাদের অর্গানিক কৃষি বিপ্লব ও ফল–ফুলের বাগানের জন্য সহায়ক। এখানে প্রতিটি মৌসুমে উচ্চমানের ফলন পাওয়া সম্ভব।

শান্ত ও নির্মল পরিবেশ

যান্ত্রিক জীবনের দূষণ থেকে দূরে, নদীমাতৃক এই জনপদের নির্মল বাতাস ও শান্ত পরিবেশ আমাদের রিসোর্টকে গড়ে তুলেছে একটি আদর্শ স্বাস্থ্যসম্মত আশ্রয়স্থলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (FAQ)

এখানে বিনিয়োগ করলে আমি কি পাবো?

আপনি হবেন জমির মালিক, খামার ও এগ্রো রিসোর্টের মালিক এবং প্রতিবছর হালাল মুনাফার অংশগ্রহণকারী।

বিনিয়োগ কতটা নিরাপদ?

প্রত্যেক বিনিয়োগকারীকে সাবকবলা দলিলের মাধ্যমে জমির মালিকানা দেওয়া হয়, এবং সব লেনদেন হয় ব্যাংকিং চ্যানেলে — একদম স্বচ্ছ ও বৈধভাবে। কোম্পানী **RJSC** নিবন্ধিত

আমি কি চাইলে শেয়ার বিক্রি করতে পারবো?

অবশ্যই পারবেন। ৩ মাসের নোটিশে অন্য বিনিয়োগকারীর কাছে বা কোম্পানির বাই-ব্যাক প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিক্রি করা যায়।

বছরে কত লাভ পাওয়া যাবে?

বছরে প্রজেক্ট থেকে যা লাভ হবে, তার ৪০% পর্যন্ত হালাল ও স্থায়ী রিটার্নের লক্ষ্য রাখা হয়েছে, লাভ শেয়ার অনুপাতে বণ্টন হয়।

প্রজেক্ট থেকে কবে আয় শুরু হবে?

ইতোমধ্যে আমরা পরিক্ষামূলকভাবে চাষাবাদ করছি। তার থেকে লভ্যাংশ পাবেন। পূর্ণমাত্রায় জানুয়ারি ২০২৮ থেকে লাভ বণ্টন শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রজেক্টের ইম্প্যাক্ট কী?

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই উন্নয়নের সহযাত্রী, গ্রিন এনার্জি উৎপাদন এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য আন্দোলন সহ নানাবিধ সামাজিক ইম্প্যাক্ট রয়েছে।

শেয়ারের দাম কত?

বর্তমানে প্রতিটি শেয়ার ২ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। একজন ব্যক্তি একাধিক শেয়ারের মালিক হতে পারবেন।

আমাদের অন্যান্য প্রজেক্ট

প্রজন্মপ্লাস বিল্ডার্স

স্বপ্ন যখন নিজের ঠিকানার, ভরসা তখন প্রজন্মপ্লাস বিল্ডার্স–এর!
ঢাকা শহরে নিজের এক টুকরো জমি বা একটি ফ্ল্যাট থাকা মানে কেবল মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়, এটি আপনার বংশ পরম্পরার আভিজাত্য আর নিরাপদ ভবিষ্যৎ। আর এই লক্ষ্যেই প্রজন্মপ্লাস বিল্ডার্স নিয়ে এসেছে আপনার সাধ্যের মধ্যে সেরা আবাসন সমাধান "প্রজন্ম টাওয়ার"।

কেন প্রজন্মপ্লাস বিল্ডার্স–এর সাথে যুক্ত হবেন?

নির্ভেজাল মালিকানা: জমির শেয়ার কেনার মাধ্যমে আপনি সরাসরি মালিকানার অংশীদার হচ্ছেন।
পরিকল্পিত আবাসন: এক বিঘা (২০ কাঠা) জমির ওপর অত্যাধুনিক সুযোগ–সুবিধা সম্পন্ন প্রজেক্ট।
সেরা লোকেশন: তিন দিকে প্রশস্ত রাস্তা এবং সামনে ৬০ ফিট এভিনিউ রোডের সংযোগ, যা আপনার প্রজেক্টের ভ্যালু বাড়াবে কয়েক গুণ।
আর্থিক স্বাধীনতা: ৩ বছরের (৩৬ মাস) সহজ কিস্তিতে টাকা পরিশোধের সুবিধা, যাতে মধ্যবিত্তের স্বপ্নও পূরণ হয় অনায়াসে।
অবস্থান: মোহাম্মদপুর সংলগ্ন আটি বাজার–কলাতিয়া রোড, ড্রিম স্কয়ার মডেল টাউন (শ্যামল বাংলা রিসোর্টের পাশেই)।
সুবিধা: যাতায়াতের জন্য তিন দিক থেকে খোলা রাস্তা এবং আধুনিক নাগরিক জীবনের সব আয়োজন।
হয়ে উঠুন ঢাকার 'ভূমিপুত্র'! আজকের ছোট ছোট কিস্তিই আপনাকে কাল ঢাকায় একটি স্থায়ী ঠিকানার মালিক করে তুলবে। প্রজন্মপ্লাস বিল্ডার্স–এর স্বচ্ছতা আর আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নিশ্চিত হোক আপনার আগামী।

সবুজ বাংলা রিসোর্ট, কুয়াকাটা

খালি জায়গায় বিনিয়োগ করে দীর্ঘ অনিশ্চয়তায় ভুগবেন, নাকি পুরোদমে চালু প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে নিশ্চিত লাভ পাবেন—সিদ্ধান্ত আপনার! কোনো কাল্পনিক প্রজেক্ট বা কাগজের স্বপ্ন নয়; কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে মাত্র ৫০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত 'সবুজ বাংলা রিসোর্ট' এখন পুরোদমে চালু।
আর এই রানিং প্রজেক্টেরই শেয়ার মালিক ও বিজনেস পার্টনার হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ দিচ্ছে প্রজন্মপ্লাস লিমিটেড। আপনিও হতে পারেন এই হোটেলের আজীবন মালিক এবং আগামী মাস থেকেই শরীয়াহ্ সম্মত লভ্যাংশ পাওয়া শুরু করতে পারেন।

🚨 বিশেষ সতর্কবার্তা: সীমিত শেয়ার হওয়ার কারণে অফারটি যেকোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
💎 কেন প্রজন্মপ্লাস লিমিটেডের এই প্রজেক্টে বিনিয়োগ করবেন?
🛡️ নিরাপদ বিনিয়োগ: ৩০০ টাকার নন–জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে আইনি চুক্তি এবং প্রতিটি লেনদেনের জন্য অফিশিয়াল মানি রিসিট প্রদান।
📜 স্থায়ী সম্পদ: হোটেলের জমি ও স্থাপনা থেকে সরাসরি আপনার নামে সাফ–কবলা রেজিস্ট্রেশন।
🕌 হালাল ও নিশ্চিত আয়: বিনিয়োগের ঠিক পরের মাস থেকেই শরীয়াহ্ সম্মত প্যাসিভ ইনকাম বা লভ্যাংশ শুরু।
📈 ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: বর্তমানে ২৩টি রুম সফলভাবে চালু আছে। সংস্কারের পর এটি ১০৩টি রুম, সুইমিং পুল এবং আধুনিক রেস্টুরেন্টসহ একটি পূর্ণাঙ্গ লাক্সারি রিসোর্টে রূপান্তরিত হবে।
🏖️ লাইফস্টাইল ও অবকাশ: প্রতি বছর ৩ দিন সপরিবারে ফ্রি থাকার সুবিধা এবং আজীবন রুম বুকিংয়ে ৫০% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট!
🔄 স্মার্ট রি–সেল সুবিধা: ৩ বছর পর আপনার বিনিয়োগ দ্বিগুণ মূল্যে রি–সেল (পুনরায় বিক্রি) করার চমৎকার সুযোগ।
👥 রেফারেল বোনাস: আপনার মাধ্যমে নতুন কোনো পার্টনার যুক্ত হলে রেফারেল কমিশনে ৫% ক্যাশ বোনাস সুবিধা।

আইনগত কাঠামো

আইনগত কাঠামো

প্রতিষ্ঠান	নাম্বার
কোম্পানি নিবন্ধন কোম্পানি আইন-১৯৯৪-র অধীন	C-201579
ট্রেড লাইসেন্স	TRAD/DNCC/04 3740/2024
ট্রেড লাইসেন্স	651936189995
টিন সার্টিফিকেট	669579716523

যোগাযোগ

কর্পোরেট অফিসঃ

৩/৩/১৫, ফাতেমা মঞ্জিল, রোড-০৪, চানমিয়া হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

মোবাইল নাম্বারঃ (WhatsApp)

ইমেইলঃ projonmoplus@gmail.com

+8801805483492, +8801805483493, +8801805483494, +8801805483495

ইমেইলঃ projonmoplus@gmail.com

ওয়েবসাইটঃ www.projonmoplus.com

ফেসবুকঃ facebook.com/projonmoplusagroresort

ধন্যবাদ

এই পর্যন্ত স্ক্রল করে আসার জন্য